দৈনিক বাংলা

104

তারিখ ... 08 APR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

৪০ দিন পর ভার্সিটিতে আবার—

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

চল্লিশ দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল গতকাল। মৃত্যু ও রক্তপাতের বেদনাবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শান্তি ও নির্বিঘ্ন বিদ্যা-সাধনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিদ্যালয় আবার খুলল। সবার মনে আশা কিন্তু আশঙ্কা একেবারে দূর হয়নি। অনেকের

(শেষ পৃঃ ৬-এর ...)

৪০ দিন পর

প্রথম পৃঃ পর

মনে প্রশ্ন এই শান্তি স্থায়ী হবে কি?

ছাত্রছাত্রীদের মনে উল্লাস। ঘরে চল্লিশ দিন বন্ধ থাকার পর বিশ্ব-বিদ্যালয় চত্বরে আবার মুক্তি পেয়েছে। বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ, মধুর ক্যান্টিনে, হাকিম মিয়ার চত্বরে জমজমাট ভিড়। ছাত্রীরা বোধ হয় বেশী খুশী। বাড়ীতে গিয়ে অভি-ভাবকদের শাসন-অনুশাসনের শৃঙ্খলে তারা বাধা পড়ে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বন্ধন থেকে মুক্তি।

শান্তি মিছিল হল, ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন, শিক্ষকরা ছিলেন, ডাকসু নেতৃবৃন্দ ছিলেন, সব দলের ছাত্ররা ছিলেন। অঙ্গীকারঃ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আর রক্ত ঝরতে দেব না, ক্যাম্পাসে আর অস্ত্রের ঝনৎকার শুনব না ও ভবিষ্যৎ জিম্মি থাকবে না সন্ত্রাসকারীদের হাতে।

এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহকাল দেখা যায়নি। জীবনহানি, রক্তপাত এবং হাঙ্গামা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লান্ত করে ফেলেছে, শিক্ষকদেরও। কে আর চায় বারুদের ঘ্রাণ ফুসফুসে টানতে? কে আর চায় গুলিতে নিহত শিক্ষার্থীর লাশ বহন করতে? দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তপাত আর হানাহানি গোটা জাতিকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

কেউ কেউ নিরাশাবাদী। তাদের ভয়, আবার হয়ত অস্ত্র গর্জে উঠবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আবার রক্ত ঝরবে যা কিছু উপলক্ষ্য করেই হোক। অনেকেই আশাবদী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ে সন্ত্রাসের যবনিকা পড়তে যাচ্ছে।

চল্লিশ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনে কলগুঞ্জনে মুখর ছিল ক্যাম্পাস। শুভেচ্ছা বিনিময়, কুশল বিনিময়, ক্লাস এবং যথারীতি আড্ডা। কেউ গ্রন্থাগারে বই খুঁজেছে, কেউ বা চায়ের কাপে মুক্তি খুঁজেছে, কেউ ভিড় থেকে সরে নির্জনে হৃদয়ের কথা বলেছে।

সন্ত্রাসের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবার ঘটনা নতুন নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় খোলার ঘটনাও নতুন নয়। কিন্তু গতকালের সঙ্গে অন্যান্য দিনের তফাৎ এই খানে, সবার সম্মিলিত আকাংক্ষা এবং সংকল্প পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সন্ত্রাস নয়, ক্যাম্পাসে আর রক্তপাত নয়, আর নয় বিবিধ অস্ত্রের গর্জন।